করুণ পরিণতি

'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি, মোরা একটি হাসির জন্য অস্ত্র ধরি'।

আপেল মাহমুদের কণ্ঠে এ গানটি এখন যতবারই শুনি মনে হয় মিথ্যে কথা বলছে। এখন আমরা আমাদের মহান রাজনীতিবিদদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি ফুলকে বাঁচাতে যুদ্ধ করি না। একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্রও ধরি না। এখন আমরা রেল লাইনের স্লিপার তুলে মানুষ মারার পরিকল্পনা করি। সমাবেশে টাইম বোমা দিয়ে মানুষ উড়িয়ে দেই। মসজিদের ভেতর পুলিশ ধরে নিয়ে খুন করি। এ সবই হয়েছে আমাদের তথাকথিত দেশনেত্রী, জননেত্রী, পল্লীবন্ধু, শাইখুল হাদিস ও গোলাম আজমদের বদৌলতে। বেশ উন্নত হয়েছে আমাদের রাজনীতি। উন্নত হয়েছে আমাদের রাজনীতিবিদদের মগজ!

সত্যিই প্রবাসের মাটিতে বসে আজ স্বদেশের এই করুণ পরিণতি বার বার হৃদয়কে আহত করে। এখন কেবলই ভাবি, কবে পাবো একটি মুক্ত স্বদেশ, সুস্থ রাজনীতি। এর জন্য কি আবারও যুদ্ধ করতে হবে? আবারও কি অস্ত্র ধরতে হবে?

Md. Rafiqul Islam
P.M.B-283, P.O. Box-10003
Saipan MP- 96950, U.S.A

একজন মানুষ

সাপ্তাহিক ২০০০-এর ৩ বর্ষ ৪১ সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

পড়ে খুবই ভালো লেগেছে। প্রতিবেদনটিতে কৃতী সন্তান মামুনের বায়ুচালিত গাড়ির আবিষ্কারের কাহিনী সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে। এটা আমাদের গর্ব। বাংলাদেশের গর্ব। যে আবিষ্কার পৃথিবীতে আজও অন্য বিজ্ঞানী করতে পারেননি মামুন সেটা করতে পেরেছে। তার অধ্যবসায় আবিষ্কারের উপযোগী করে তুলেছে। অথচ আমাদের দেশ, দেশের সরকার এই নব আবিষ্কারককে কোনো মূল্যায়ন তো করছেই না বরং সামান্য নিরাপত্তাটুকু দিতেও ব্যর্থ হচ্ছে। আমরা চাই, আমাদের দেশ তথা দেশের সরকার মামুনকে গাইডসহ পূর্ণ সহযোগিতা করুক। যাতে মামুন বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে নতুনভাবে উপস্থাপিত করতে পারে।

মনির
পোর্ট কেলাং, মালয়েশিয়া

বি টি ভি র স্ব বি রো ধি তা

একুশে টিভির নিউজের মান যতই বাড়ছে বিটিভির মান সেই হারে কমছে। জাতীয় এই প্রচার মাধ্যমের খবরের বিশ্বাসযোগ্যতা এখন প্রায় শূন্যের কোঠায়। এই অবস্থা আজকের নয়, অতীতেও এমনটি ছিল। একুশে টিভি তাদের নিরপেক্ষ নিউজ পরিবেশনের কারণে বিটিভির নিউজের প্রতি মানুষ মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। সরকারের নির্লজ্জ প্রচারণার কারণে সরকার সমর্থকরাও লজ্জায় মুখ লুকায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্ববিরোধিতাও অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। যেমন হরতালের খবর প্রচারের সময় দেখানো হয় জনজীবন স্বাভাবিক ছিল, গাড়ি ঘোড়া চলেছে, অফিস আদালত হয়েছে, দোকানপাট খোলাই ছিল অর্থাৎ হরতাল হয়নি। পর মুহূর্তেই বলা হচ্ছে হরতালের কারণে এয়ারপোর্টে হজযাত্রীরা অবর্ণনীয় দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। হরতাল আহ্বানকারীদের অভিসম্পাতও দেয়া হচ্ছে। অর্থনীতির বিরাট ক্ষতি হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। হরতালই যদি ব্যর্থ হবে তবে ক্ষতির প্রশ্ন উঠছে কেন? কেন এই স্ববিরোধিতা?

লোপা, রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দায়িত্ববোধ

বছরখানেক আগের ২০০০-এর একটি সংখ্যা পড়ছিলাম। ২৪ ঘন্টা বিভাগটি ছিল ভৈরব থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ওপর। প্রতিবেদক অভিযোগ করেছেন সেখানে দুটো আড়াইটার সময়ই আউটডোরে রোগী দেখা বন্ধ করে দেন ডাক্তাররা। পড়ে আমি অবাক হলাম। অবাক হলাম এইজন্য যে, আমি জানাতামই না আউটডোরে ১টার পর রোগী দেখা হয়। অন্তত ব্রহ্মণবাড়িয়া হাসপাতালে তাই নিয়ম। আমি কোনোদিন হাসপাতালে গিয়ে ১টার পর আউটডোর-এ ডাক্তার পাইনি। যে অল্প সময়টুকু তারা থাকেন তারও একটা বড় অংশ কেটে যায় মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের সাথে আলাপচারিতায়। দেশের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বেশ ভালো একটা অংশ মেডিকেলে পড়েন। তাদের কাছে ন্যূনতম দায়িত্ববোধটুকু নিশ্চয়ই আশা করতে পারেন করদাতারা।

মনোজ ভৌমিক
৬৬১, কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

অন্য কিছু চাই

আমার প্রিয় সাপ্তাহিক ২০০০-এর ফেব্রুয়ারি ২৩ সংখ্যায় শাহরিয়ার হাসান সাহেদের চিঠি পড়লাম। তার সাথে আমিও একমত। আমাদের দেশের নষ্ট রাজনীতি আর ভ্রষ্ট এফ.ডি.সি'র সিনেমা'র কথা না লিখে দুটি ভালো কবিতা অথবা রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, সুকান্তদের জীবনী সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায় না? আমরা প্রবাসে যারা বাস করি তারা অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও ২০০০-এর মত পত্রিকা সংগ্রহ করি। তাই ২০০০-এর কাছে অনুরোধ, বিখ্যাত লেখকদের জীবনী উপহার দিন।

জামান টিপু
Briarwood. New York

খুশির সংবাদ মিথ্যাও ভালো

আমার এক আত্মীয় মজা করে বলতেন, 'খুশির সংবাদ মিথ্যাও ভালো'। সে আমাদের মাঝে নেই ঠিকই কিন্তু তার ঐ বাক্যটি প্রায়ই মনে পড়ে। বিশেষ করে আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতা ও নেত্রীদের বক্তব্য যখন শুনি। তাদের প্রতিশ্রুতি খুশির হলেও বাস্তবায়ন মিথ্যা। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর শান্তিচুক্তি ও শান্তিচুক্তি পদক-এর কথাই ধরুন। অবশ্য চুক্তি মিথ্যা হলেও পদকটা কিন্তু মোটেও মিথ্যা নয়। সাঁওতাল নেতা সন্ত্রাসীর হাতে খুন। একের পর এক কলম সৈনিক নিহত এবং নির্যাতিত। একাধিক মন্ত্রীর পুত্ররা খুনের আসামি। পুলিশ কর্তৃক শিশুসহ নারী ধর্ষণ।

Lokman link
Wood Lands, Singapore

হা য় রে গ ণ ত ন্ত্র

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর বাংলাদেশের মানবাধিকারের যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, তাতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে বাংলাদেশ সরকার গুরুতরভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। এই রিপোর্টে সরকারের ব্যর্থতা, সন্ত্রাসসহ, অনেক করুণ চিত্র সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অথচ এই রিপোর্টটি প্রকাশের পর পরই সরকার ও বিরোধীদলের মাঝে মতানৈক্য দেখা যায়। সরকার বলছে এটা বিরোধীদলীয় নেতাদের বক্তব্যের ফটোকপি। আমরা সাধারণ জনগণ বলব, এই রিপোর্টের মাধ্যমে সঠিক চিত্রটিই ফুঠে উঠেছে। যা আমরা বিভিন্ন সংবাদপত্র হতে আগেই অবগত হয়েছি। শুধু বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা নয়, আমরা মনে করি এজন্য সরকারের ভুল স্বীকার করার মানসিকতা থাকা উচিত। রিপোর্টে যে সব তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তা শুধু সংবাদপত্রে যা প্রকাশিত হয়েছে সেটাই, এর বাইরেও অসংখ্য ঘটনা আছে যা পত্রিকায় আসেনি বা প্রভাবশালী মহলের চাপে আসবেও না।

ইকবাল পাশা, ৮ নং শাহানশাহ মার্কেট, চকবাজার, চট্টগ্রাম

অথর্ব রক্ষক

পবিত্র জাতীয় সংসদে বসে আইন প্রণয়নকারী সাংসদ ইকবাল রাজপথে তার লালিত সন্ত্রাসীদের দ্বারা চার খুনের নায়ক হলেন। এমনটি করেছে ১৪ ডিসেম্বর ছাত্রলীগের ক্যাডার হেমায়েত। দেখেছি কমিউনিস্ট পার্টির জনসভায় বোমা বিস্ফোরণে মানুষের ছিন্নভিন্ন দেহাংশ। জাঁদরেল (?) পুলিশ এদের টিকিটিরও দেখা পায় না। কিন্তু সন্ত্রাসীরা পুলিশ ও রাষ্ট্রের নির্বাহীদের মাঝে দাঁড়িয়ে যখন নিরীহ মানুষ খুন করে তখন মাথার ওপরে তাদের চোখ দিবানিদ্রা যায়। দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক গিয়ে সন্ত্রাসীর সাক্ষাৎকার নেয় অথচ অথর্ব গোয়েন্দা পুলিশ সন্ত্রাসীদের অবস্থান সম্পর্কে নাবালক গর্দভ। এদের সংস্পর্শে এসে প্রখর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ডগ স্কোয়াডও অকেজো। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে জনগণের পয়সায় পালিত এসব অথর্ব পুলিশ আর গোয়েন্দাদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করাই উত্তম নয় কি?

রাফি আহমেদ
P.O. Box-5444
Jeddah-21422, K.S.A

মানুষ শিকারীর গল্প

এতদিনে বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চারমূলক গল্প বা উপন্যাস পড়ে জেনেছিলাম পৃথিবীর সেরা শিকারী জিম করবেট-এর মত দক্ষ সাহসী বীরের সেই আফ্রিকার গহিন অরণ্যে ভয়ঙ্কর সব জন্তু জানোয়ার শিকারের কথা। কিংবা সুন্দরবনে একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার কি করে তার ক্ষিপ্রতা ও চতুরতার সাথে তার শিকারকে ধরার কথা। কিন্তু আমার পড়া এসব অ্যাডভেঞ্চারমূলক কাহিনীকে ম্লান করে দিয়েছে ২০০০-এর ২ মার্চ ৪২তম সংখ্যাটি। জানলাম আবুল হোসেন, মামুন, আব্দুল্লাহ কিংবা একজন স্ট্রাইকারের মত দশ শিকারীর কথা। যারা শিকার করে জঙ্গলে নয়, জনসম্মুখে এবং তা অবশ্যই মানুষ। তাও আবার টাকার বিনিময়ে। এ যেন তাদের শখের শিকারী সেজে বুনো হাঁস শিকারের সমান একটা কাজ।

ইমতিয়াজ, ইংরেজি বিভাগ,
কারমাইকেল কলেজ, রংপুর-৫৪০০

জাদুঘর চাই

খেলাধুলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য ধরে রাখার ক্ষেত্রে ক্রীড়াবিষয়ক জাদুঘর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কেননা জাদুঘরে যে কোনো ঘটনার উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়। তা থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জানতে পারে অতীতের ঘটনাবলি। অথচ এ ক্ষেত্রে আমরা এখনো পিছিয়ে আছি। আমাদের দেশে ক্রীড়াবিষয়ক জাদুঘর ধারণাটি এখনও তেমন স্পষ্ট নয়। আমাদের জাতীয় জাদুঘরে ক্রীড়া সংক্রান্ত ছিটে-ফোঁটা নিদর্শন থাকলেও তা একদমই অপ্রতুল। ক্রীড়াবিষয়ক সংগ্রহ নিয়ে জাদুঘর গড়ে তোলা হলে এদেশের ক্রীড়া ইতিহাস ও ঐতিহ্য হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পাবে। এ বিষয়ে এখনই সচেতন না হলে আমরা ইতিহাসের অনেক নিদর্শন ও উপকরণ হারিয়ে ফেলবো। আমরা আশা করবো, অচিরেই ক্রীড়াবিষয়ক জাদুঘর গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হবে।

সাগর
নয়আনী বাজার , শেরপুর-২১০০

ভূমিকম্প ও অন্যান্য

আপনার ইমারত তৈরি করার সময় আগে অভিজ্ঞ প্রকৌশলীর পরামর্শ নিতে হবে। ইমারত তৈরির পূর্বে মাটি সম্পর্কে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। ইমারত তৈরির সময় সঠিক সামগ্রী ব্যবহার করতে হবে। একটি ব্যাটারিচালিত রেডিও এবং টর্চবাতি সর্বদা বাড়িতে রাখতে হবে। প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম বাড়িতে রাখতে হবে। বাড়ির গ্যাস ও পানি বন্ধ করার জায়গাটি চিনে রাখতে হবে। বৈদ্যুতিক মেইন সুইচ কোথায় জেনে রাখতে হবে এবং সর্বদা বন্ধ করার কায়দা জেনে রাখতে হবে। সর্বোপরি স্কুলে বাচ্চাদের ভূমিকম্প সম্পর্কে সঠিক তথ্য, ধারণা দিতে হবে। পরপর বেশ ক'বার ভূমিকম্প দেখা গিয়েছে। আমাদের উচিত এখনই সতর্ক হওয়া।

আমজাদ হোসেন
সাইফুল, শিশির, করিম, সৈয়দ,
তুষার, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

সম্মান দেখানো হোক

জাতীয় সংগীত একটি দেশের জন্য হৃদস্পন্দন, প্রাণ-স্পন্দন। কবিগুরুর লেখা এই গান-এর সুমধুর ধ্বনি '৭১-এ বাঙালিদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে এক হয়ে সংগ্রাম করার। তাই বাংলাদেশের সব সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীতকে সম্মান দেখানো হয়। কিন্তু যখন দেখি বাংলাদেশের বেশ কিছু গণমাধ্যম বিটিভি ছাড়া ইটিভি, এটিএন, চ্যানেল আই তাদের অনুষ্ঠান প্রচারের পূর্বে কিংবা পরে জাতীয় সংগীতকে সম্মান প্রদর্শন করে না, তখন নিজেকে খুবই লজ্জিত মনে হয়। জানি না, এসব গণমাধ্যমগুলোর পরিচালকরা এ নিয়ে কখনো ভেবেছেন কিনা।

ইকবাল পাশা
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, চট্টগ্রাম কলেজ

ভয়ঃস্ফূর্ত হরতাল

গত দুই দশক যাবৎ আমরা এ দেশের নিরীহ আমজনতাকুল সরকার ও বিরোধী দলের নেতা-নেত্রী, উপনেতা-পাতিনেতা থেকে যে সব বাণী পেয়ে আসছি তার তালিকা যদি কেউ করেন (নিশ্চয় কেউ কেউ করে থাকেন) তাহলে দেখে থাকবেন যে, তাদের অবস্থান থেকে তারা একই কথা বলছেন। যখন যারা বিরোধী দলে থাকেন এই দেশের মানুষের জন্যে তখন তারা আকুলিবিকুলি কথা বলেন। আর সরকারে গেলে কেবল চেনেন বা দেখেন তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ। সংসদ সদস্য হয়ে ভাতা, গাড়ি, দামী জায়গায় ফ্ল্যাট প্রায় মাগনা পাওয়া, টেলিফোন বিল না দেওয়া এবং সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে নিজ দলের নামে আকাশ ফাটিয়ে স্লোগান দেওয়া ইত্যাদি তারা (সরকার ও বিরোধী উভয় পক্ষ) সাবলীল স্বভাবে করে থাকেন। নেতা-নেত্রীদের আচরণ, ভাষা এবং বোধবুদ্ধি কেমন হওয়া উচিত সেসব বিষয়ে যত বইপত্র আছে এবং প্রতিদিন যত লেখালেখি হচ্ছে তার একটি শব্দও তারা পড়েন বলে মনে হয় না। আর পড়লেও সম্ভবত মনে করেন, ওসব কথায় আমাদের কান দিলে চলে না। এরশাদ আমলের একজন আদর্শপাগল, খুব বাজে কথা বলে খ্যাতি (কু) পাওয়া মন্ত্রী হরতালকে বলেছিলেন 'ভয়তাল'। মানুষের 'স্বতঃস্ফূর্ত' আন্দোলন, হরতাল যে কিরকম তার রূপ এদেশের মানুষ দেখেছিল '৬৮, '৭০ এবং '৭১-এর ৭ মার্চে। আমরা হরতাল করার এবং না করার জন্যে সরকার ও বিরোধীদলের কাছ থেকে অভিনন্দন পাচ্ছি। উভয় পক্ষের কাছে করজোর নিবেদন– এই অভিনন্দনের মধ্যে আছে বোমার আঘাতে মৃত্যু, সচল পিস্তল, পেট্রোল দিয়ে পোড়ানো গাড়ি মানুষের ঝলসানো শরীর।

জাহিদ হায়দার, রামপুরা, ঢাকা

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০,
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড,
ঢাকা-১০০০

জীবনের জয়গান

প্রথম আলোর প্রথম পৃষ্ঠার খবর অমিত দেড় বছর পর বাড়ি ফিরেছে। তার বন্ধুরা তাকে হাসিমুখে স্বাগত জানাচ্ছে। ছবিটি দেখলে মনে হয় এ ছবি যেন কথা বলছে। বলছে জীবনের কথা। জীবনের জয়গানের কথা। অমিতসহ তার বন্ধুদের হাসিমুখ দেখে নির্দ্বিধায় বলা যায় তারা মৃত্যুভয়ে বিচলিত নয়, তারা জীবনের জয়গানে মুখরিত, তারা জীবন থেকে নিতে জানে জীবনের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, বর্ণ, মাধুর্য। কারণ তারা রাজনীতি বোঝে না। পত্রিকার পাতায় এমন ছবি দেখে আমার চোখ খুশিতে ভিজে উঠেছে। আমি অনুভব করেছি আমার চোখ-মুখ হতে জলপ্রপাতের মতো আনন্দধারা ঝরে পড়ছে। কিন্তু পত্রিকার পাতায় এমন ছবি আমরা ক'দিন দেখতে পাই? কেন প্রায়ই এমন ছবি আমরা দেখতে পাই না? কেন প্রতিদিনকার পত্রিকায় ছবিগুলো আমাদেরকে মৃত্যুভয়ে ভীত করে? অমিতের জীবন বাঁচানোর জন্য এ দেশের যে লাখ লাখ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এগিয়ে এসেছিল তারা কেন এ কথায় বলে ওঠে না এই অবস্থার অবসান চাই। এভাবে আর চলতে দেয়া যায় না।

অর্ক, বক্স নং- ১০৯, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০